

সমকাল

1 4 NOV 2025

সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে পোশাক রপ্তানিতেও মিলবে প্রণোদনা

■ সমকাল প্রতিবেদক

নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তৈরি পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতেও প্রণোদনা দেবে সরকার। তবে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে এসব রপ্তানি হতে হবে। বৃহস্পতিবার সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনের জন্য সব ব্যাংকে পাঠিয়েছে।

সাকুলারে বলা হয়েছে, নিজস্ব সচল কারখানা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তৈরি পোশাক বা বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে নিট এফওবি মূল্যের ওপর নগদ সহায়তা পাবে। সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকশিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯ এবং সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করতে হবে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সাকুলার রপ্তানিকারকদের জন্য কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা দেবে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কিছুটা শুদ্ধ সুবিধা দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাকুলার

বাংলাদেশ ব্যাংকের গতকালের সাকুলারে আরও বলা হয়েছে, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় রপ্তানির ক্ষেত্রে নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের মতো একই হারে প্রণোদনা মিলবে। তবে উৎপাদনে সম্পৃক্ত নয় এমন ট্রেডার বা কোম্পানি এ সুবিধা পাবে না। ব্যাংকগুলোকে বস্ত্র খাতে নগদ সহায়তার বিদ্যমান অন্য সব নিয়ম পরিপালন করতে হবে।

চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানিতে কোন পণ্যে কেমন নগদ সহায়তা মিলবে তা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সে অনুযায়ী রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুদ্ধ বস্ত্র ও ডিউটি ড্র-ব্যাংকের পরিবর্তে দেড় শতাংশ হারে বিকল্প নগদ সহায়তা দিচ্ছে সরকার। ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতে অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা শূন্য দশমিক ৫০ এবং নিট, ওভেন, সোয়েটারসহ তৈরি পোশাকের সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ। বস্ত্র খাতে নতুন পণ্য বা নতুন বাজার সম্প্রসারণ সুবিধা ২ শতাংশ এবং তৈরি পোশাকের বিশেষ নগদ সহায়তা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, রপ্তানি বাড়াতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় রপ্তানির ওপরও নগদ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে ফাস্ট সেলস ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সহজ হবে।



ঠিকায় কাজ করা পোশাক কারখানাও পাবে প্রণোদনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঠিকায় কাজ করা বা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্যের বিপরীতে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পাবে সংশ্লিষ্ট কারখানা। তবে উৎপাদনে জড়িত নয় এমন ড্রেভার বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে না। শুধু নিজস্ব কারখানা আছে এমন প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত বুধবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'তৈরি পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯' এবং 'সরাসরি রপ্তানিযুগ্মী পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪' অনুসরণ করতে হবে।

রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে 'ফাস্ট সেলস ফ্রেমওয়ার্ক'-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সহজ করবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কম শুষ্কে পোশাক রপ্তানি হবে।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, কোনো কারখানা মালিক বেশি ক্রয়াদেশ পেলে অন্য কারখানা থেকে ঠিকায় পোশাক তৈরি করে। এটা নিয়মিত চর্চা। আগে এসব ক্ষেত্রে প্রণোদনা মিলত না। এখন থেকে মিলবে। আমাদের রপ্তানির ২-৩ শতাংশ এমন চুক্তিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলে শুষ্কছাড়ও পাওয়া যাবে।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুষ্কের কারণে সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার প্রণোদনার বিষয়টি গতি পায়। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় গত বছরের অক্টোবরে। একটি মূল কোম্পানির অধীন ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় বা কোম্পানিতে সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক বা বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করতে ট্যারিফ কমিশনকে সমীক্ষা করতে বলা হয়।

গত মে মাসে ট্যারিফ কমিশন সমীক্ষা প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেখানে বলা হয়, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়া একই মালিকানাধীন ভিন্ন কোম্পানিতে যেমন হতে পারে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন কোম্পানির মাধ্যমেও হতে পারে। তাই এই প্রক্রিয়ায় নগদ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই মালিকানাধীন ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির পরিবর্তে ভিন্ন মালিকানার মধ্যেও যেন সাব-কন্ট্রাক্টিং হয়, সে সুযোগ রেখে নগদ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে তা সর্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফাস্ট সেল ব্যবস্থায় ক্রয়াদেশ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এ ব্যবস্থায় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের বাইরে তৃতীয় পক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফাস্ট সেল ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রথম বিক্রেতার মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন ক্রেতার মূল শর্ত হচ্ছে, ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী কখনোই উৎপাদনকারী হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার মনোনীত কারখানা থেকে ক্রয়াদেশ গ্রহণকারীর পণ্য নিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী ও ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী রপ্তানিকারক পন্থিক পথকে হতে হবে।

Global and local challenges weigh heavily on RMG export

MONIRA MUNNI

The export performance of the readymade garment (RMG) sector, the country's largest foreign currency earner, has been severely affected by multiple factors, including new US tariffs, a sluggish global economy, and local challenges in securing complex, small-sized orders, industry insiders say.

They also point to political uncertainty and election-related concerns as contributing factors that have shaken buyers' confidence. Bangladesh has witnessed a decline in export earnings from RMG shipments for three consecutive months—August, September and October 2025 -- compared to the same months in 2024.

Data from the Export Promotion Bureau (EPB) shows a negative growth of 4.75 per cent in August, 5.66 per cent in September, and 8.39 per cent in October 2025.

In monetary terms, the export earnings stood at US\$3.01 billion in October, US\$2.83 billion in September, and US\$3.16 billion in August 2025.

This marks a significant decline from the corresponding months of 2024, when exports earned US\$3.29 billion in October, US\$3.01 billion in September, and US\$3.32 billion in August.

The downturn came after a period of robust growth in July 2025 when the fiscal year began with a growth of 24.67 per cent in exports.

This surge was largely driven by early shipments to avoid the imposition of an additional 20 per cent US tariff on Bangladeshi-made garments, which had been announced for the following

months, industry insiders said. The country earned a total of US\$12.99 billion from garment shipments during the July–October period of current fiscal year. In the last fiscal year of 2024–25, RMG exports stood at US\$39.34 billion that included US\$ 21.15 billion from knitted items and US\$18.18



billion from woven garments. **Local challenges and political uncertainty**

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan said July exports growth was strong as buyers received shipments as much as they can to avoid additional cost of new US tariff and that affected August performance.

September was a lean period and the negative growth is 'concerning', he added.

Buyers' costs have increased due to the additional US tariffs, while local exporters are facing tough competition

in shipping to the European Union, as China has aggressively entered the 27-nation bloc with lower prices, he said. The BGMEA chief also mentioned that a significant number of factories have recently closed for various reasons, which could negatively impact overall garment exports.

He added that approximately 220

shifted from China, while those still shifting are going to other countries, as Bangladesh lacks the capability to secure small-sized orders involving complex fabrics and MMF-based products.

These challenges are due to inefficient port handling, complex customs procedures, and long lead times, as Bangladesh requires at least 16 weeks to import fabrics and ship goods after production, he said.

He added that the lack of a backward linkage industry for MMF-based garments further exacerbates the issue. He also attributed the current political uncertainty and security concerns to the hesitation among buyers to place large-volume work orders, opting instead for a "wait and watch" approach.

Furthermore, he noted that three of his buyers, who arrived in Dhaka from London on Thursday morning, declined scheduled factory visits due to security concerns.

Security concerns and factory issues Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said that many buyers, particularly those with offices in Bangladesh, are on heightened alert due to the current situation.

Exporters continue to face difficulties in opening letters of credit as banks have become more cautious following some previous incidents, he said.

Hoque, also the managing director of Plummy Fashions Ltd, mentioned that incidents of vandalism in factories, often linked to wage disputes, have further undermined buyer confidence.

BGMEA-listed factories and 40 to 50 BKMEA-listed factories were shut down in 2024 and 2025, including some that were closed due to political reasons. Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, explained that Bangladesh's garment and fabric makers have to bear about 5 per cent of the 20 per cent US tariff, while buyers themselves absorb the rest 15 per cent tariff-induced cost.

As a result, many buyers have scaled back their orders, reluctant to raise retail prices in response to the added costs, he said.

Besides, he believes that Bangladesh has already received the work orders



The Financial Express

14 NOV 2025

In addition, the global economy remains sluggish, and the US tariff hike has dampened demand, particularly from the European Union, which has led to a decline in work orders from that market. Hoque expressed concern about whether Bangladesh is receiving the available work orders or if they are being diverted to other countries.

Outlook and future prospects

BGMEA president Mahmud Hasan Khan stressed the need to improve internal efficiency, particularly at ports, to boost local exporters' competitiveness, reduce production costs, and explore new markets to offset the challenges in traditional markets.

Despite these efforts, industry leaders believe that the trend of negative growth may continue for the next several months.

Shovon Islam predicted that Bangladesh could lose up to 10 per cent of its work orders for the upcoming summer season.

According to data from Mapped in Bangladesh (MiB), there are currently 3,320 factories in operation, with 1,766 registered with BGMEA and 454 with BKMEA while an additional 284 factories are registered with both trade bodies.

Munni_fe@yahoo.com

